বুরো বাংলাদেশ-এর অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

BURO Bangladesh

প্রত্যয়

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৬ • সংখ্যা-৬ • বর্ষ-২

BURO Bangladesh

বুরো বাংলাদেশ-এর অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৬ • সংখ্যা-৬ • বর্ষ-২

সম্পাদকীয়

শুভেচ্ছা সকলকে। "প্রত্যয়" এর ষষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশিত হল।

প্রথমবারের মত প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সেরা রাঁধুনী প্রতিযোগিতা। 'সবাই রান্না করতে পারে, কিন্তু খুব অল্প সংখ্যক মানুষই পারে এতে প্রাণ সঞ্চার করতে'– বিখ্যাত এই উক্তি থেকেই আঁচ করা যায় রন্ধন শিল্পে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা খুব সহজ নয়। সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পাশাপাশি সেরা রাঁধুনীদের রন্ধন পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রধান কার্যালয়ের নিয়মিত বাবুর্চিরাও যাতে রান্নার মান উন্নত করতে পারে সে বিষয়টিও বিবেচনা করা হয়েছে এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করার ক্ষেত্রে। কয়েকদিনের লড়াইয়ের পর জাঁকজমকপূর্ণ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঘোষণা করা হয় সেরা তিন রাঁধুনীর নাম। এ বিষয়ে দুটি রচনা থাকলো এ সংখ্যায়।

সম্প্রতি প্রধান কার্যালয়ের নবনির্মিত মিলনায়তনে প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মীদের নিয়ে এ বছরের প্রথম কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়, সুযোগ সুবিধা, আন্তঃবিভাগীয় সম্পর্ক, কর্মী উন্নয়ন, টীমওয়াক উন্নয়ন, কার্যালয়ের নানাবিধ সমস্যাসমূহ এবং প্রতিকারের উপায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ভবিষ্যতে এ ধরণের কর্মীসভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ আশাবাদি।

সারাদেশে বিশটি অঞ্চলে প্রায় একযোগে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল অঞ্চলভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সভা। সংশ্লিষ্ট টীমলীডারদের সভাপতিত্বে এ সকল সভায় মূল অংশগ্রহণকারী ছিলেন শাখা হিসাব রক্ষকবৃন্দ। শাখার অর্থ ব্যবস্থাপনা আরও সুদৃঢ়, স্বচ্ছ এবং নিখুঁত করার উদ্দেশ্যে শাখা হিসাব রক্ষকদের দয়িত্ব-কর্তব্য নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। আশা করি সকলের আন্তরিকতা এবং সক্রিয় সহযোগীতায় এই উদ্দেশ্য পূরণ সম্ভব হবে।

গত প্রান্তিকে আমরা হারিয়েছি বুরোর দীর্ঘদিনের নিবেদিতপ্রাণ দুই কর্মীবোন শিরীন ও চম্পাকে। তাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি বুরো বাংলাদেশ গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে এবং ইতোমধ্যে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে।

সকলের সুস্থ এবং নিরাপদ জীবন কামনা করি।

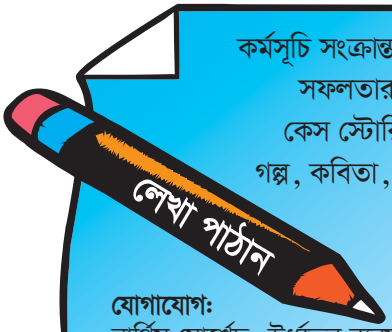

কর্মসূচি সংক্রান্ত বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনা, সফলতার গল্প, সদস্য বা কর্মীভিত্তিক কেস স্টোরি, নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা, গল্প, কবিতা, ছড়া, কৌতুকের পাশাপাশি তথ্য বহুল লেখা পাঠান।

এছাড়াও প্রত্যয় সম্পর্কিত আপনাদের মতামত সাদরে গৃহীত হবে।

যোগাযোগ:
নার্গিস মোর্শেদ, *উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক মনিটরিং ও রিপোর্টিং*, প্রধান কার্যালয়।
ফোন: ০১৭৩৩২২০৮৫৪

আমি না আমরা

আমি না আমরা - প্রশ্নটি খুব সহজাত হলেও আমরা এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেড়াই সর্বদা, সর্বক্ষণ। আমরা শব্দটি নিজেই সার্থক ও সর্বজনীন, কিন্তু জগৎ সংসারে আমি শব্দটি আলাদা মানে বহন করে। বিদ্বান, বুদ্ধিজীবি বা জ্ঞানী না হলেও বলা যায় যে কতিপয় আমির সমষ্টি আমরা। একজনের একক ব্যক্তিস্বত্তার মেধা, মনন, বুদ্ধিমত্তা কোন পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্রকে তখনই যোগ্যতম করে যখন তার সাথে অনেক আমি যোগ হয়। সৃষ্টির উষাকাল হতে আমি বনাম আমরা'র ক্লাসিকাল দ্বৈরথ বিদ্যমান। দার্শনিকরা বলেন আমি তো নিমিত্ত মাত্র, আমরাই সব।

পৃথিবীতে 'আমি' ও 'আমার' শব্দ দু'টির ব্যবহার যত বেশী হয়, হয়তো আর কোন শব্দের ব্যবহার এতো বেশী হয় না। আপনার আদরের শিশুকে জিজ্ঞাসা করুন, এই বাড়ীটি কার? সে উত্তর দেবে আমার। এই খেলনাটি কার? সে উত্তরে বলবে আমার। পত্রিকায় শত গুরুত্বপূর্ণ লেখা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সর্বপ্রথম আপনার নজর পড়বে আপনার নিজের যদি কোন লেখা থাকে সেটির প্রতি। এবং বার বার ঐ লেখাটি পড়তেও আপনার মন চাইবে। কারণ কি? আপনারই তো লেখা,আপনার মস্তিষ্ক থেকে বেরিয়ে আসা সেই লেখাই তো, যা আপনার হাত দিয়েই লিখেছেন। এখন ছাপার অক্ষরে দেখে বার বার পড়তে মন চাইছে কেন? উত্তর মনে হয় একটাই, আর তাহলো লেখাটি আপনার এ জন্যই। এতেও কাজ করছে সেই 'আমার'।

আমরা পৃথিবীর ইতিহাস, তা সে আদিযুগ,মধ্যযুগ বা সাম্প্রতিককালের হউক না কেন যদি আমরা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করি তবে দেখবো আমিত্ব, স্বার্থপরতা, একা চলার নীতি অথবা অন্যকে অবজ্ঞা করা ইত্যাদি উন্নত, সৃষ্টিশীল বা অগ্রগামী কোন চিন্তার জন্ম দেয় না বরং তার পরিণাম হয়েছে ভয়াবহ এবং ধ্বংসাত্মক যা অনেক সময় রক্তপাত এবং বিভেদ ডেকে আনে। চেতনাগতভাবে আমি ও আমরা' এই কথাগুলির আলাদা উপস্থাপন বা অবস্থান রয়েছে, সমষ্টির চেতনাগত অবস্থান, আস্থা ও কল্যাণে কোন উদ্যোগ সফল হলে বলা যায় যে, There really is no "I" in team এবং যথার্থই বলা যায় Take your relationship for I to WE. অর্থাত আমিকে আমরাতে রুপান্তরের মাধ্যমেই সর্ম্পকের যথার্থ প্রকাশ ঘটে।

‘আমরা’র শক্তিই সর্বজনীন এবং গ্রহণযোগ্য

কর্মক্ষেত্রে তথা পেশাগত জীবনেও আমি আমরা’র নিত্য বিশ্লেষণ বিদ্যমান, ইংরেজীতে একটি কথা আছে Good Colleagues are those who know that We is more powerful than Me আমি বনাম আমরা এই বিশেষণটি শুনতে ছোট মনে হলেও এর ব্যাপ্তি বিশাল। উদাহরণ স্বরুপ বলা যায়, একটি প্রতিষ্ঠানে দু’জন সহকর্মী যখন তাদের Client দের নিয়ে কথা বলে তখন তারা বলে না যে, আমার Client, বলে আমাদের Client। সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা সেবার ক্ষেত্রেও একই কথা, আমরা বলি না এই সিদ্ধান্ত আমার, বলি আমাদের সিদ্ধান্ত। আমরা কাজ করি, বলি না আমার এই কাজের জন্য এই অর্জন হয়েছে, বলি এটা আমাদের কাজের অর্জন।

আমিত্বর বড়াই, বাহবা নেয়া বা অহংকারের কারণে কোন ব্যাক্তির অর্জন, সুনাম অথবা প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র কিংবা কোন পরিবারের পরিণতি হতে পারে ভয়ংকর। দূর অতীতে আমরা দেখতে পাই স্বৈরশাসকের একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ফলে অনেক জাতি, অনেক দেশ ধবংস হয়েছে অথবা ধবংসপ্রাপ্ত হবার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে।

আমিত্ব বা স্বার্থপরতা কখনোও মঙ্গল ডেকে আনে না। সামষ্টিক উন্নয়ন বা সমষ্টির কল্যাণে কাজ করলে পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্র উপকৃত হয়, তার উন্নয়ন অগ্রযাত্রা ত্বরান্বিত হয়। আমরা প্রাচীন গ্রীক গল্পকার ঈশপের চারটি ষাড় ও একটি সিংহের গল্প হতে শিক্ষা পেয়েছি যে ঐক্যই শক্তি, বিভেদে পতন। এর অন্তর্নিহিত শিক্ষা কিন্তু আমিত্বকে অবজ্ঞা করে আমাদেরকেই উজ্জল করে তোলে। আরো পরিস্কার করে বলা যায় যে, কোন বিষয়ে একজনের চিন্তা, চেতনা বা ভাবনা তার একক দৃষ্টিভঙ্গি এবং একই সাথে তা সীমাবদ্ধ, সংকীর্ণ হতে পারে কিন্তু একই বিষয়ে যখন একের অধিক ব্যক্তি কাজ করে দলগত চিন্তা, মননশীলতা, মেধা একত্রে কাজ করে তখন তা বিষয়টিকে অভিষ্ট লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায়।

দলবদ্ধতা এবং কর্মক্ষেত্রে সহযোগীতার গুরুত্বের ধারণাটি নতুন কিছু নয়, তবে অনেক মানুষ টিমে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না বা তারা সমষ্টিগত ফলাফল পেতে অনাগ্রহী কারণ তারা আমিত্বে বিশ্বাসী। বৈজ্ঞানিকভাবে এঁটা সত্য যে দলবদ্ধ এবং টিমে কাজ করলে কার্যকর ফলাফল বেশী পাওয়া যায়। কাজেই আমরা বিশ্বাস করি এমন একটা কর্মপরিবেশ থাকুক যেখানে টীমের সকল সদস্য খোলামেলাভাবে তাদের মুক্তমনের চর্চা করতে পারবে এবং তাদের মতামত ব্যক্ত করতে পারবে। এর মাধ্যমে মূল্যবান এবং সৃষ্টিশীল ধারণার উদ্ভব ঘটবেত। নিয়মিত মুক্তমনের চর্চা ও brainstorming এর মাধ্যমে নতুন নতুন ধারণা অন্বেষণ ও সৃজনশীলতার মাধ্যমে মানুষ ভালো কিছু উদ্ভাবন করতে পারে। বাস্তবজীবনে আমিত্বের বড়াই কখনো ভালো কিছুর উদ্ভাবন করতে পারে না বরং ভালোকে দমিয়ে মন্দকে উৎসাহিত করে।

সৃজনশীল, প্রতিভাবান একজন ব্যক্তি অন্যদের প্রতিভা, মেধা সৃজনশীল ধারণা ও চিন্তা, মনন, ইত্যাদিকে গ্রহণ করে তার কর্মকে বাস্তবে রূপ দেয়ার চেষ্টা করে। আমিত্ব হচ্ছে এক ধরনের মনোবিকার যা মানুষের অনুভুতিকে ভোঁতা করে দেয়, স্বার্থপরতার কারণে একজন Individual সমষ্টির কল্যাণে কোন সক্রিয় অবদান রাখতে পারে না। আমিত্ব কখনো সর্বজনীন হয় না বা হতে পারে না। সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন যে “I” শব্দটি পৃথিবীর এক অক্ষরের শব্দ যা আমাদের প্রত্যেককে Avoid করতে হবে এবং একই সাথে “WE” দুই অক্ষরের অর্থবহ শব্দ যা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে চর্চা করা দরকার।

‘আমি’ এবং ‘আমরা’ এই দীর্ঘ টানাপোড়নে আমরা বলতে পারি যে ‘আমরা’র শক্তিই সর্বজনীন এবং গ্রহণযোগ্য।

একটি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে আমরা-র গুরুত্ব সমাধিক। এখানে সকলে মিলে অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করা হয়। কারো ব্যক্তিগত নৈপুণ্য কখনো কখনো কোন প্রয়াসকে এগিয়ে নিতে পারে। কিন্তু সকলের মেধা, মনন, সৃষ্টিশীলতার সমষ্টিই প্রতিষ্ঠানের সাফল্যকে সম্ভব করে তোলে। একটি ফুটবল টিমে রক্ষণ, মধ্য ও আক্রমণ সকলের দক্ষতা, যোগ্যতা ও নৈপুণ্যের ফলে দল সাফল্য পায়। এর মাধ্যমে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, WE is powerful than I. সকল মহান সৃষ্টির উদ্যোগ, ভালো কাজ, চিন্তার প্রয়াস, সকল কিছু সমষ্টির দ্বারা সংঘটিত; কবির ভাষায় বলতে পারি ‘আমরা সবাই রাজা আমাদেরই রাজার রাজত্বে’।

ইংরেজীতে দুটি কথা আছে; The most selfish one letter is “I”, The most satisfying two letter word is “WE”

• **এসএমএ রাকিব**, *সহকারী সমন্বয়কারী, বিশেষ কর্মসূচী*

অনুকরণীয়

বুলি বেগমের সুস্থ পরিবার

বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার মোছা. বুলি বেগমের মাত্র ১৫ বছর বয়সে বিয়ে হয় পাশ্ববর্তী পাড়ার শহিদুল ইসলামের সাথে। নতুন বউ হয়ে এসে পরিবারে সকলের সাথে বেশ ভালোই কাটছিল।

এক বছরের মাথায় তাদের ঘর আলো করে আসে একটি ফুটফুটে কন্যা সন্তান। দুই বছর পর আরও একটি কন্যা সন্তান জন্ম দেন বুলি বেগম। সংসারে থাকা ৪ জন ননদের একে একে বিয়ে দিতে গিয়ে বেশ কয়েক বিঘে জমি বিক্রি করে দিতে হয়। পরিবারে নেমে আসে অভাবের কালো থাবা। এরই মধ্যে প্রথমে বুলি বেগমের শ্বশুর এবং তার দুই বছর পর শাশুড়ী মারা যায়। তার স্বামী নিজের অবশিষ্ট যেটুকু জমি আছে তাতে ফসল ফলানোর পাশাপাশি অন্য কাজ করে কোন রকমে সংসারের খরচ নির্বাহ করে আসছিলেন। এরকম যখন অবস্থা তখন বুলি বেগম বুরো বাংলাদেশ শাজাহানপুর শাখায় ভর্তি হয়ে ঋণ গ্রহণ করে তার স্বামীকে দেন। পরবর্তিতে আরও ঋণ ব্যবহারের মাধ্যমে ধীরে ধীরে তাদের পরিবারে কিছুটা স্বচ্ছলতা আসতে থাকে। এর মধ্যে কেটে গেছে ১৮ বছর। তাদের প্রথম মেয়েকে এইচ.এস.সি পাশ করানোর পর ভালো পাত্র দেখে বিয়েও দিয়েছেন, স্বামী বিদেশে থাকে। ছোট মেয়েকে লেখাপড়া করাচ্ছেন। বড় মেয়েকে বিয়ে দেয়ার পর বুলি বেগম অনুভব করে তাদের বাড়ীতে তো ভালো পায়খানা নেই। একটি পায়খানা আছে তাও স্বাস্থ্যসম্মত নয়। যার কারণে নতুন মেয়ে-জামাই ও তাদের আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে লজ্জায় পড়তে হয়। তখন বুরো বাংলাদেশের কর্মীর মাধ্যমে কেন্দ্রে জানতে পারেন যে, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও টিউবওয়েল স্থাপনের জন্য ঋণ দেয়া হবে। এবং যারা এধরণের ঋণ নিয়ে তাদের বাড়ীতে স্থাপন করতে চায় তাদেরকে একটি প্রশিক্ষণও করানো হবে।

বুলি বেগম এ সুযোগটি হাতছাড়া করতে চাননি, তার স্বামীর সাথে আলোচনা করে বুরো বাংলাদেশের কর্মীর কাছে তিনি এই ঋণটি নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এরপর নির্ধারিত দিনে শাখা অফিসে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে এসে সে অনেক বিষয় জানতে পারেন এবং সে বিষয়গুলো তার পরিবারের সকলের সাথে আলোচনা করেন। নিয়মগুলো না মেনে চললে কি ধরণের ক্ষতি হতে পারে সে বিষয়েও আলোচনা করেন। প্রশিক্ষণ শেষে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন যা দিয়ে একটি স্বাস্থ্যসম্মত পাকা পায়খানা ও পূর্বে স্থাপিত নলকূপের গোড়া পাকা করেন এবং পানি নিষ্কাশণের ব্যবস্থা করেন। এখন তার পরিবারের সবাই স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করছেন এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলছেন। বুলি বেগম এই ভেবে খুশী যে আগের তুলনায় তার পরিবারের সম্মান ও মর্যাদা মেয়ের শ্বশুর বাড়ীর লোকজনের পাশাপাশি তাদের এলাকায়ও বৃদ্ধি পেয়েছে।

• শতদল সান্যাল, *প্রশিক্ষক*

প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো

সেরা রাঁধুনী প্রতিযোগিতা ২০১৬

খুন্তি-কড়াই আর মসলাপাতি নিয়ে লড়াই এখন আর অভিনব কিছু নয়। দেশি-বিদেশি টিভি চ্যানেলে রান্না প্রতিযোগিতা হাল আমলে খুবই জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। তাছাড়া রান্না বিষয়ক টিভি চ্যানেলের সংখ্যাও একেবারে কম নয়। কিন্তু বুরো বাংলাদেশের প্রধান কার্যালয়ে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া 'সেরা রাঁধুনী প্রতিযোগিতা'টি ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এ ধরনের আয়োজন প্রতিষ্ঠানটিতে এবারই প্রথম। ফলে প্রতিযোগিতার ঘোষণা আসার পর থেকেই প্রধান কার্যালয়ের নারী-কর্মী, বিশেষ করে রাঁধুনীদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ ও উদ্দীপনা দেখা দেয়। আগ্রহী সবাই মুখিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন কবে চূড়ান্ত দিন-তারিখ ঘোষিত হবে আর রান্নায় শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে তারা ঝাপিয়ে পড়বেন।

রান্না একটি প্রাত্যহিক এবং অপরিহার্য কাজ কিন্তু একই সাথে এটি একটি শিল্পও। 'সবাই রান্না করতে পারে, কিন্তু খুব অল্প সংখ্যক মানুষই পারে এতে প্রাণ সঞ্চার করতে'– বিখ্যাত এই উক্তি থেকেই আঁচ করা যায় রন্ধন শিল্পে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা খুব সহজ কাজ নয়। ফলে প্রতিটি রান্না প্রতিযোগিতারই উদ্দেশ্য থাকে এই শিল্পে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারী রাঁধুনীকে খুঁজে বের করা। তবে বুরো বাংলাদেশের 'সেরা রাঁধুনী প্রতিযোগিতা'র উদ্দেশ্য শুধু এটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সেরা রাঁধুনীদের রন্ধন পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রধান কার্যালয়ের নিয়মিত বাবুর্চিরাও যাতে ডাইনিং-এর খাবার মান উন্নত করতে পারে সে বিষয়টিও বিবেচনা করা হয়েছে এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করার ক্ষেত্রে।

'সেরা রাঁধুনী প্রতিযোগিতা'র ঘোষণা আসে এ বছরের এপ্রিল মাসে, সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেনের কাছ থেকে। ঘোষণা অনুযায়ী চলে প্রস্তুতি এবং প্রস্তুতি শেষে ৮ মে থেকে শুরু হয় 'সেরা রাঁধুনী প্রতিযোগিতা ২০১৬।' প্রতিযোগিতার জন্য প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে নিবন্ধিত হন ৯ জন নারীকর্মী– প্রশাসন বিভাগের উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক রাফেজা আক্তার; মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে সহকারী কর্মকর্তা রোকেয়া খাতুন ও আলিয়া মোস্তারি এবং উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক শারমিন হাসান; অর্থ ও হিসাব বিভাগ থেকে উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক জাকিয়া সুলতানা, আয়েশা খাতুন, খাদিজাতুল কোবরা ও ফাহমিদা খানম এবং রেমিটেন্স বিভাগ থেকে ব্যবস্থাপক কৃষ্ণা সরকার। নিজ নিজ সংসারে এই নয়জন তুখোড় রাঁধুনীর কর্মস্থলে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের লড়াই চলে পহেলা জুন পর্যন্ত।

রাঁধুনীরা রেঁধেছেন আর পরিচালকবৃন্দসহ প্রধান কার্যালয়ের সব কর্মীই সেই রান্নার স্বাদ আস্বাদন করেছেন। প্রত্যেক প্রতিযোগীর রান্নাই প্রশংসিত হয়েছে। সহকর্মীদের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে, প্রতিযোগীরা পেশাগত জীবনে যেমন দক্ষ কর্মী, সংসারেও তেমনি সুদক্ষ রাঁধুনী। কিন্তু প্রতিযোগিতার বিশ্বজনীন ধর্ম একটিই– যোগ্যতমরাই টিকে থাকবে। আর এ কারণেই ছিল গোপন ভোট প্রদানের ব্যবস্থা। কর্মীরা ভোট দিয়েছেন, ভোট দিয়েছেন পরিচালকবৃন্দও। ভোট গ্রহণ কার্যক্রমসহ পুরো প্রতিযোগিতাটি দক্ষতার

সাথে পরিচালনা করেছেন মনিটরিং ও রিপোর্টিং বিভাগের কর্মীবৃন্দ। আর এক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক আলী রেজা'র ভূমিকা বিশেষ অভিনন্দনযোগ্য। কর্ম-ব্যস্ততার মধ্যেও সময় ও শ্রম ব্যয় করে পুরো আয়োজনটিকে তিনি সফল করে তুলেছেন। শুধু প্রতিযোগিতাই নয়, পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আয়োজন ও এর সফল সমাপ্তির জন্যও তার ভূমিকা প্রণিধানযোগ্য। তবে 'সেরা রাঁধুনী প্রতিযোগিতা ২০১৬' আয়োজন ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নেপথ্যে কাজ করেছে নয় সদস্যের একটি আয়োজক কমিটি। মনিটরিং ও রিপোর্টিং বিভাগের সমন্বয়কারী সাইদ আহমেদ খানকে আহ্বায়ক করে গঠিত এই কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন: খন্দকার মুখলেছুর রহমান, ঊর্ধ্বতন বিভাগীয় ব্যবস্থাপক (কর্মসূচী); আমিনুল ইসলাম মজুমদার, সমন্বয়কারী (নিরীক্ষা); মো. নজরুল ইসলাম, সমন্বয়কারী (প্রশিক্ষণ); শাহিনুর ইসলাম খান, সহকারী সমন্বয়কারী (প্রশাসন); মো. আব্দুল হালিম, সহকারী সমন্বয়কারী (অর্থ ও হিসাব); আশরাফুল আলম খান, সহকারী সমন্বয়কারী (মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা); এস এম এ রকিব, সহকারী সমন্বয়কারী (বিশেষ কর্মসূচী) ও শাহিনুর ইসলাম, সহকারী কর্মকর্তা (আইটি)।

এবার আসা যাক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে। ৩১ আগস্ট, বুধবার, বিকেল ৪টা। প্রধান কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে আয়োজন করা হয় 'সেরা রাঁধুনী প্রতিযোগিতা ২০১৬'-এর বহু কাঙ্ক্ষিত ফল ঘোষণা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। বহু জল্পন-কল্পনা ও প্রতিযোগীদের উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এদিন ঘোষণা করা হয় সেরা তিন রাঁধুনীর নাম। পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় সেরা তিন রাঁধুনীসহ সকল প্রতিযোগীর হাতে। নয় জন তুখোড় রাঁধুনীর মধ্য থেকে এই প্রতিযোগিতায় সেরা তিনে জায়গা করে নিয়েছেন রাফেজা আক্তার, জাকিয়া সুলতানা ও আয়েশা খাতুন। বুরো বাংলাদেশে প্রথমবারের মত অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করে সেরাদের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন প্রশাসন বিভাগের ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক রাফেজা আক্তার। পুরস্কার হিসেবে তিনি পেয়েছেন ১৫ হাজার টাকা, একটি ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট। প্রথম রানার-আপ অর্থ ও হিসাব বিভাগের ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক জাকিয়া সুলতানা পেয়েছেন ১২ হাজার টাকা, ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট। দ্বিতীয় রানার-আপ হয়ে ১০ হাজার টাকা, ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট পেয়েছেন একই বিভাগের ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক আয়েশা খাতুন। এছাড়া শুভেচ্ছা পুরস্কার হিসেবে বাকি প্রত্যেক প্রতিযোগীর জন্য ছিল ৩ হাজার টাকা, একটি করে ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট। সেরা তিন রাঁধুনীসহ প্রত্যেক প্রতিযোগীকে উত্তরীয় পরিয়ে অভিনন্দিত করেন সহকারী পরিচালক (কর্মসূচী) ফারমিনা হোসেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন বুরো বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক- বিশেষ কর্মসূচী জনাব সিরাজুল ইসলাম, পরিচালক- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা জনাব খন্দকার মাহফুজুর রহমান, অতিরিক্ত পরিচালক- বিশেষ কর্মসূচী প্রাণেশ চন্দ্র বণিক, সহকারী পরিচালক- কর্মসূচী ফারমিনা হোসেন, পরামর্শক জনাব মুকিতুল ইসলাম ও পরামর্শক রতিশ চন্দ্র রায়। পরিচালক- অর্থ জনাব মোশাররফ হোসেন বিশেষ ব্যস্ততার কারণে উপস্থিত থাকতে পারেননি। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মনিটরিং ও রিপোর্টিং বিভাগের সমন্বয়কারী ও আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক জনাব সাঈদ আহমেদ খান। প্রধান অতিথি ও নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন তাঁর সূচনা বক্তব্যে রাঁধুনী প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য তুলে ধরে ভবিষ্যতেও এ ধরনের সৃজনশীল প্রতিযোগিতা আয়োজন করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। বক্তব্যে রান্না ছাড়াও বুরো বাংলাদেশের কর্মীদের অন্যান্য সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করার আকাঙ্ক্ষাও তিনি প্রকাশ করেন।

হাস্যোজ্জ্বল তিন বিজয়ী নারী

শুধু বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়াই নয়, অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে ছিল দর্শকদের জন্য কুইজ প্রতিযোগিতাও। রান্না বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্ন দিয়ে সাজানো মনোমুগ্ধকর এই পর্বে দর্শক সারি থেকে অংশ নিয়ে পুরস্কার জিতে নেন অর্থ ও হিসাব বিভাগের ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক জাহিদ আলম খান, মনিটরিং ও রিপোর্টিং বিভাগের কর্মকর্তা আব্দুস সবুর, অর্থ ও হিসাব বিভাগের ব্যবস্থাপক মোরশেদুল হক শান্ত। 'সেরা রাঁধুনী প্রতিযোগিতা ২০১৬'-এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আলোকচিত্র ধারণ করেন ব্যবস্থাপক-আইটি ইফতেখার আহমেদ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন মনিটরিং ও রিপোর্টিং বিভাগের ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক জান্নাতুল ফেরদৌস এবং এই লেখক।

• **আশরাফুল আলম খোশনবীশ**, *অফিস ব্যবস্থাপক, প্রশাসন বিভাগ*

চিত্রে সেরা রাঁধুনী প্রতিযোগিতা ২০১৬

প্রথম স্থান অর্জন করে সেরাদের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন প্রশাসন বিভাগের উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক রাফেজা আক্তার

হলরুমভর্তি দর্শক প্রাণভরে উপভোগ করেন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

প্রথম রানার-আপ অর্থ ও হিসাব বিভাগের উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক জাকিয়া সুলতানা ও দ্বিতীয় রানার-আপ একই বিভাগের উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক আয়েশা খাতুন

প্রতিযোগিতা সম্পর্কে অনেকের কাছ থেকে ডিজিটাল মতামত নেয়া হয়

অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে ছিল দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত কুইজ প্রতিযোগিতা

সমাপনীতে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য রাখেন নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন

ঠিক সময়ে অফিসে যাওয়ার যুদ্ধ

সকালবেলা নাকি ঘড়ির কাঁটা একটু দ্রুত ছোটে আর অফিসে ঠিক সময়ে পা রাখতে হিমশিম খান অনেকে। এমন অভিযোগ রোজ করেন অনেকে। ঠিক সময়ে অফিসে যাওয়ার জন্য সেই সকালবেলা থেকে শুরু হয় আমাদের যুদ্ধ। নিজে তৈরী হওয়া, নাশতা তৈরী করা, বাচ্চাদের স্কুলে পৌঁছানোসহ হাজারো কাজ দিয়ে শুরু হয় আমাদের দিনটা। এর সঙ্গে বাস ধরার দৌড়, যানজট, বৃষ্টি-ঝড়-বাদলের বাধা তো আছেই। এসব যুদ্ধ শেষে ঘড়ির কাঁটা নির্দিষ্ট ঘরে যাওয়ার আগেই পা রাখতে হয় অফিসে। ওই সময়ের পরে অফিসে পা রাখলে শুরু হয় নতুন যুদ্ধ। বসের কড়া চোখ, সহকর্মীদের হাসাহাসি আর শাস্তির হুমকি তো আছেই। এত সব বিপত্তি পাশ কাটিয়ে একটু পরিকল্পনা করলেই ঠিক সময়ে অফিসে যাওয়ার অভ্যাস নিজের জীবনকেই বদলে দিতে পারে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের (আইবিএ) অধ্যাপক খায়ের জাহান বলেন, "অলসতা হোক কিংবা যানজটের কারণেই হোক - প্রায় সবারই ঠিক সময়ে অফিসে না যাওয়ার জন্য অনেক বিপত্তিতে পড়তে হয়। ঠিক সময়ে না যেতে পারলে আপনার পেশাদারিত্ব আর দায়িত্ববোধ নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন যে-কেউ। নিজের জন্যই আমাদের ঠিক সময়ে অফিসে যাওয়ার অভ্যাস রপ্ত করা উচিত। ঠিক সময়ে অফিসে যাওয়ার দায়িত্ব আমাদেরই, এটা নৈতিকতার বিষয়।"

হাভার্ড বিজনেস রিভিউ সাময়িকীর মতে, যেসব কর্মী ঠিক সময় অফিসে যান, তাঁদের দায়িত্ববোধ দেরি করে যাওয়া কর্মীদের চেয়ে সাড়ে সাত গুণ বেশি হয়। ম্যানেজমেন্ট ষ্টাডি গাইডের হিসাবে, বিশ্বের ৮৪ শতাংশ সফল ব্যবসায় ব্যক্তিত্ব ঠিক সময়ে কর্মক্ষেত্রে আসাকে সাফল্যের প্রথম সূত্র বলে মনে করেন। ওয়াল ষ্ট্রিট জার্নাল-এ প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে, বিশ্বের ৫০০টি বড় কোম্পানীর সাফল্যের অন্যতম কারণ হচ্ছে কর্মীদের ঠিক সময়ে অফিসে আসার অভ্যাস।

ঠিক সময়ে অফিসে আসতে যা করবেন

• প্রতিদিন ভোরে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস করুন। হার্ভার্ড বিজনেস রিভিউর মতে, ভোরে ঘুম ভাঙার অভ্যাস যাঁদের, তারা বড় কারণ ছাড়া দেরি করে অফিসে পৌঁছান না।

• প্রতি সকালে ব্যায়াম কিংবা জগিংয়ের অভ্যাস করুন, এতে শুধু মনই ফুরফুরে থাকে না। সারাদিন কাজে আগ্রহ পাবেন।

• প্রতিদিন সকালের জন্য একটি নিয়মিত রুটিন মনের মধ্যে গেঁথে ফেলুন। কতক্ষণে নাশতা করবেন, কতক্ষণে নিজে তৈরী হবেন, কতক্ষণে সন্তানকে তৈরি করবেন; তার অংক মাথায় রাখুন - এই হিসাব রাখলে অফিসে ঠিক সময়েই যেতে পারবেন আপনি।

• যানজটের কথা চিন্তা করে একটু আগে বাড়ি থেকে বের হোন। বাংলাদেশের রাস্তার যেহেতু যানজটের পূর্বাভাস পাওয়া যায় না, তাই প্রতিদিন হাতে যথেষ্ট সময় নিয়ে বের হোন।

• অফিসে যাওয়ার পথে পত্রিকা পড়ার অভ্যাস করতে পারেন। এই অভ্যাস আপনাকে অবচেতন মনেই প্রতিদিন সকালে কাজে আগ্রহী করে তুলবে।

• অফিস সময়ের আগে অফিসে চা বিরতি কিংবা কফি খাওয়ার দারুণ একটা অভ্যাস করতে পারেন।

• টাইমলি অ্যাপ, রেসকিউ টাইম, প্ল্যানার প্রো নামের অ্যাপ স্মার্টফোনে ব্যবহার করে সকালবেলা কী কী কাজ করবেন, তা আগের দিন ঠিক করে নিতে পারেন।

• অফিসে দেরি করে যাওয়ার জন্য কোনো অজুহাত দেওয়ার চেয়ে নিজেকে বদলানোর অভ্যাস করুন।

• অফিসে যাওয়ার পথে কোনো বিপদে পড়লে তা আপনার বসকে অবহিত করুন।

> বিশ্বের ৫০০টি বড় কোম্পানীর সাফল্যের অন্যতম কারণ হচ্ছে কর্মীদের ঠিক সময়ে অফিসে আসার অভ্যাস
> *-ওয়াল ষ্ট্রিট জার্নাল*

• কর্তৃপক্ষকে ভুল কিছু ব্যাখ্যা করা থেকে বিরত থাকুন।

• প্রতিদিন রাতে আগামীকাল অফিসে কোন পোশাক পরে যাবেন, তা ঠিক করে নিন। প্রয়োজনে আয়রন করে রাখুন। পোশাক নিয়ে সকালবেলা তাড়াহুড়ো করবেন না।

• জুতা, মোজা বা কোন স্যান্ডেল পরে অফিসে যাবেন, তা আগের রাতে ঠিক করে রাখুন।

• নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমানোর অভ্যাস করুন। এতে আপনার মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সকালে ওঠার একটা অভ্যাস তৈরী হবে।

• প্রতিদিন সকালে অফিসে যাওয়ার আগে সময় নিয়ে গোসল করুন। এতে সারা দিন মেজাজ ফুরফুরে থাকে। রাতে বাসায় ফিরেও গোসলের অভ্যাস করুন।

• নিয়মিত সকালে পেট পুরে হালকা নাশতা করার অভ্যাস করুন। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সকালে নাশতা করার অভ্যাস করলে আপনার দিনটা বেশ ভালোই যাবে। এরপর বেরিয়ে পড়ুন।

• সংকলন: **প্রাণেশ চন্দ্র বণিক**, *অতিরিক্ত পরিচালক-বিশেষ কর্মসূচী*
সূত্র: হার্ভার্ড বিজনেস রিভিউ, ম্যানেজমেন্ট ষ্টাডি গাইড

যেমন দেখলাম সেরা রাঁধুনী প্রতিযোগীতা

প্রধান কার্যালয় থেকে সেরা রন্ধনশিল্পী খুঁজে বের করতে বুরো বাংলাদেশ এই প্রথম বারের মত সেরা রাঁধুনি নির্বাচন শুরু করল। গত ৮ মে'১৬ ইং তারিখে এর অনাড়ম্বরপূর্ণ যাত্রা শুরু হয় এবং প্রতিযোগীদের রান্না করার পর্ব শেষ হয় ১ জুন'১৬ তারিখে। দীর্ঘ দিন পর গত ৩১শে আগষ্ট বুধবার তারিখে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেনসহ পরিচালকবৃন্দ এবং উপদেষ্টাদ্বয় সহ প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত সকল স্তরের কর্মীদের কর্ম দিবসগুলোতে দুপুরে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে পুষ্টিমান সম্পন্ন, স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিচ্ছন্ন খাবারের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে প্রায় পাঁচ(৫) বছরের অধিক সময় যাবৎ কর্মীদের আর্থিক অংশগ্রহণ ও সংস্থার জনবল এবং ভৌত কাঠামোর সহায়তায় একটি খাবার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চালু রয়েছে। কিন্তু খাবার গ্রহণকারী সদস্যদের মতামত যাচাই করে দেখা যায় যে, খাবার তৈরীর সাথে সংশ্লিষ্ট বাবুর্চী ও অন্যান্যদের রন্ধন শিল্প সম্পর্কে পরিপূর্ন ধারণা, অভিজ্ঞতা, কারিগরী দক্ষতা ও জ্ঞান কম থাকায় খাবারের স্বাদ ও মান নিশ্চিত হচ্ছে না। এমতাবস্থায় খাবারের স্বাদ ও মান নিশ্চিতকরণের জন্য বাবুর্চীদের বাস্তবধর্মী প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে সংস্থায় কর্মরত মহিলা কর্মীদের মধ্যে থেকে যাদের ভালো রান্না করার পূর্ব অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা রয়েছে তাদের জন্য সংস্থা কর্তৃক সেরা রাধুনী-২০১৬ প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়েছে।

প্রধান কার্যালয়ে প্রায় ত্রিশ জন মহিলা কর্মী থাকলেও এতে মাত্র নয় জন নারী স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগীতায় একটি প্রধান রেসিপিসহ মোট তিনটি রেসিপির কথা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত দিলেও অনেকে বেশ কয়েকটি রেসিপি পরিবেশন করেন । এতে করে নির্ধারিত সময়ে খাবার পরিবেশন করা ব্যাহত হয়। প্রতিযোগীদের ভিন্ন ভিন্ন ঘরানার রান্নায় পারদর্শিতা থাকলেও এখানে খুবই সীমিত সংখ্যক রেসিপির কথা বলা হয়: কিন্তু তাতেও অনেকে বেশ হিমসিম খায়। এ রন্ধনশিল্পীরা সুস্বাদু খাবার পরিবেশনাতেই দক্ষ হননি সেইসাথে বুদ্ধিদীপ্তভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে তার রেসিপি সকলকে খাইয়ে আনন্দিত হয়েছেন।

প্রতিযোগীতার জন্য নয় সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন মনিটরিং ও রিপোর্টিং বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সাইদ আহমেদ খান এবং প্রত্যেক বিভাগের বিভাগীয় প্রধানগণ কমিটির সদস্য। প্রতিযোগীতা চলাকালীন সময়ে ক্যাফেটেরিয়ার মিল ম্যানেজার ছিলেন মনিটরিং ও রিপোর্টিং বিভাগের উর্দ্ধতন ব্যবস্থাপক আলী রেজা মিয়া এবং তিনিই মূলত সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন। প্রতিযোগীদের রান্নার মান যাচাইয়ের পাশাপাশি রান্না পরিবেশনা, নিজেকে উপস্থাপন, অন্যান্য গুনাবলী, সময় সচেতনতা, ব্যক্তিত্ব, বিভিন্ন পরিস্থিতি সামলানোর ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক বুদ্ধি ও দক্ষতা প্রয়োগের ক্ষমতার উপর বিচারকগণ গুরুত্ব দেন।

পুরস্কার হিসেবে সেরা রাঁধুনি পান নগদ পনের হাজার টাকা, একটি ক্রেস্ট, একটি সনদপত্র এবং প্রথম ও দ্বিতীয় রানারআপ পান যথাক্রমে নগদ বার হাজার ও দশ হাজার টাকা সহ একটি করে সনদপত্র ও ক্রেস্ট। বাকী ছয় জন প্রতিযোগীর প্রত্যেককে তিন হাজার করে টাকা ও একটি করে সনদপত্র দেয়া হয়।

তিনজন গুণী নারীকে সেরা রাঁধুনী হিসেবে পুরস্কৃত করতে পেরে আমরাও গর্বিত। এ কীর্তিমতী নারীরা হেঁশেল থেকে বেরিয়ে এসে বুরোর মাধ্যমে নিজ পরিচয়ে পরিচিত হয়ে ওঠে পুরস্কারস্বরূপ পেলেন সেরা পুরস্কার। পৃথিবীতে যারা কীর্তিমতী হয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তারাও নিশ্চয়ই নিয়মিত বা মাঝেমধ্যে হেঁশেলে ঢোকেন, কিন্তু এটা নিশ্চিত যে তারা কীর্তিমতী হয়েছেন নারীর রাঁধুনী-ইমেজকে অতিক্রম করেই।

অনুষ্ঠানের উপস্থাপক আশরাফুল আলম খোশনবিশ প্রথমে নয়জন প্রতিযোগীকে তিনজন করে তিনটি দলে ভাগ করেন। এরপর ক্রমান্বয়ে প্রতি দল থেকে একজন একজন করে বিচারকগণের বিচারকার্য অনুযায়ী বাদ দেন। সবশেষে তিন দলের তিনজন প্রতিযোগী অবশিষ্ট থাকে। এ তিনজনই মূলত প্রতিযোগীতায় বিজয়ী হন। এখান থেকে প্রথমে দ্বিতীয় রানার আপের নাম ঘোষণা করা হয় অর্থ ও হিসাব বিভাগের সহকারী কর্মকর্তা আয়েশা খাতুনের নাম। আর সংগে সংগে করতালীতে মুখরিত হয় কক্ষের চারদিক।

দ্বিতীয় রানারআপ আয়েশা খাতুন তার পুরস্কার প্রাপ্তির প্রতিক্রিয়ায় বলেন-প্রথমে আমি রাজি ছিলাম না; পরবর্তীতে পরিবার ও অফিস উভয়ের মতামতের প্রেক্ষিতে রাজি হই। বেশ টেনশন কাজ করছিল। দেখা যাক কী হয়। প্রতিযোগীতা চলাকালীন সময়ে দুইদিন দুঃস্বপ্ন দেখি। দেখি চুলায় আঁচ নেই, ঘরে বাজার নেই। রান্না করতে পারছি না। এদিকে খাবারের সময় হয়ে গেছে। কী করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। আর রান্নার দিনতো টেনশনেরই সময় পাই নাই। শুধু ভাবনায় ছিল কিভাবে সময়মত সবকিছু সুন্দরভাবে শেষ করব। তিনি বলেন, পুরষ্কারের কথায় মাথায় রেখে প্রতিযোগীতায় আসি নাই। এটাতে অংশগ্রহণ করে আমি আনন্দ পেয়েছি, মজা পেয়েছি। পুরস্কারতো সব সময়ই আনন্দের ও সম্মানের। তো আমিও আনন্দিত। পুরস্কারের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। সেই স্কুল জীবনে পুরস্কার পেয়েছিলাম। প্রায় ১৫-১৬ বছর পর আবার পেলাম। এজন্য সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

অবশেষে আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। দ্বিতীয় রানার আপ নির্বাচনের পরই বাকী দুজনের দুরু দুরু বক্ষ। কী হয়, কে হয়। চারিদিকে শুনশান নিরবতা। সব জল্পনা কল্পনার অবসান করে ঘোষনা করেন বুরো পরিবারের অভিভাবক নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন "বুরোর সেরা রাঁধুনী ২০১৬" প্রশাসন বিভাগের উর্দ্ধতন ব্যবস্থাপক রাফেজা আক্তার। আর করতালিতে মুখরিত হয় পুরো কনফারেন্স কক্ষ। সেরা রাঁধুনীর হাতে সেরা পুরস্কার তুলে দেন অত্র প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন আর তাকে উত্তরীয় পরান সহকারী পরিচালক ফারমিনা হোসেন।

বুরোর সেরা রাঁধুনী রাফেজা তার অনুভূতি জানাতে গিয়ে বলেন, রান্নার প্রতিযোগীতার খবর শুনেই চিন্তা করলাম অবশ্যই আমি নাম দেব। কারণ আমি রান্না করতে পছন্দ করি আর কাউকে নিজ হাতে রান্না করে খাওয়াতে আমার অনেক ভাল লাগে। তাই এটা আমার জন্য অনেক বড় সুযোগ যে আমি ED স্যার এর সাথে অন্যান্য স্যারদেরকে এবং আমার সব

• পৃষ্ঠা ১০ দেখুন

যেমন দেখলাম সেরা রাঁধুনী প্রতিযোগীতা

• পৃষ্ঠা ৯-এর পর

সহকর্মীদেরকে খাওয়াতে পারবো। আমি ছিলাম চার নম্বার প্রতিযোগী। এটা আমার জীবনের একটা স্মরণীয় দিন। ED স্যারের কাছ থেকে যখন চ্যাম্পিয়ন ক্রেস্টটা পেলাম তখন মনে হলো যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম। জয়ের আনন্দ তো অবর্ণনীয়। শুধু বলব আমাদের এই সুপ্ত প্রতিভাকে প্রস্ফুটিত করার সুযোগ করে দিয়েছেন, ভালবাসা দিয়েছেন, আমাদেরকে অসম্ভব আনন্দিত করেছেন সেজন্য ED স্যার এবং সাথে অন্যান্য স্যারদের কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ।

সেরা রাঁধুনী নির্বাচনের পর আর প্রথম রানার আপের ব্যাপারে বলার কিছু থাকে না। তিনি অবশ্যই অর্থ ও হিসাব বিভাগের ঊর্দ্ধতন ব্যবস্থাপক জাকিয়া সুলতানা। প্রথম রানার আপের হাতে পুরষ্কার তুলে দেন পরিচালক, বিশেষ কর্মসূচী, মো. সিরাজুল ইসলাম এবং উত্তরীয় পরান সহকারী পরিচালক, ফারমিনা হোসেন।

প্রথম রানার আপ জাকিয়া সুলতানা তার অনুভূতি প্রকাশে বলেন, প্রথমে অংশগ্রহণ করতে চাইনি। কারণ এত মানুষের রান্না বেশ কঠিন কাজ। বাসায় আলোচনা করার পর আমার স্বামীর উৎসাহে এতে নাম দেই। রান্নার আগ পর্যন্ত বেশ টেনশন কাজ করছিল। রান্নার সময় টেনশন করার সুযোগ ছিল না। রান্নার পরে মনে হয়েছিল ফলাফল খুব একটা খারাপ হবে না; তবে পুরস্কারের দিন একটু টেনশন কাজ করছিল। কী হয় - কী না হয় এমন লাগছিল। পুরস্কার পাওয়ার পর অবশ্যই ভাল লেগেছে; তবে তার চেয়ে বেশি ভাল লেগেছে সবাইকে নিজের হাতের রান্না খাওয়াতে পেরে। যারা কষ্ট করে আমার রান্না খেয়েছেন এবং প্রশংসা করেছেন তাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন বিজয়ীদের শুভেচ্ছা এবং আয়োজকদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, সকলে আগ্রহী থাকলে ভবিষ্যতেও এরকম সুপ্ত প্রতিভা অনুসন্ধানের আয়োজন করা যেতে পারে। রান্না একটি সৃজনশীল কাজ। এই সৃজনশীল কাজটি যিনি দক্ষতার সাথে করে থাকেন, তিনি শুধু রাঁধুনিই নন, শিল্পীও। তিনি তার পরিবারেরও গর্ব। এ ধরণের সেরা রাঁধুনী প্রতিযোগীতা দক্ষ সেই রাঁধুনীদের তুলে ধরার পাশাপাশি রন্ধনশিল্পের বিকাশে আরও বেশি ভূমিকা রাখবে। সবশেষে এ ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিযোগীতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য নির্বাহী পরিচালকসহ যারা এ কাজে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আগামীতেও এ ধরণের বিচিত্র আয়োজন হবে এই প্রত্যাশা করি।

• **শেফালী সোহেল**, *ব্যবস্থাপক-অর্থ ও হিসাব, প্রধান কার্যালয়*

শোক সংবাদ

অধরাই রয়ে গেল শিরিনের স্বপ্ন

শিরিন আক্তার। বুরো বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরনো কর্মীদের একজন। গত ১৫ সেপ্টেম্বর,২০১৬ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহি..... রাজিউন)। চলে গেছেন তিনি না ফেরার দেশে। কর্মজীবনের শুরুতেই 'গ্রাম উন্নয়ন কর্মী' হিসেবে শিরিন আক্তার যোগ দিয়েছিলেন বুরো বাংলাদেশের দেউলী শাখায়, মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সেই দেউলীতেই শাখা হিসাবরক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন তিনি। খুবই অমায়িক ছিলেন তিনি। শুধু ভাই-বোন বা আত্মীয়-পরিজনের সাথেই নয়, সহকর্মীদের সাথেও তার সম্পর্ক ছিল বন্ধুসুলভ। ফলে সবার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন শিরিন আক্তার। বাস্তবে অতি সহজ সরল মনের অধিকারী ছিলেন তিনি। শিরিনের কর্মদক্ষতাও ছিল প্রশংসনীয়। যে কোন কাজ বুঝতেন, নিজের দায়িত্ব পালন করতেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে। কর্মপটু শিরিন বুরোর সূচনা লগ্ন থেকে কাজ করে গেছেন। কাজের প্রতি ছিল তার আস্থা, আন্তরিকতা ও সততা। ধৈর্য্য, সাহস ও আত্মবিশ্বাসেরও কমতি ছিল না তার। সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে একজন সফল এনজিও কর্মী হিসেবে কাজ করে গেছেন নিরলসভাবে। কিন্তু মৃত্যু অনিবার্য। শিরিনের ক্ষেত্রেও এর ব্যত্যয় হবে না এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু তারপরও কিছু কথা থেকেই যায়। শিরিনের স্বপ্ন ছিল, টাঙ্গাইল শহরের ব্যাপারী পাড়ায় নিজের জমিতে বাড়ি বানাবেন। সে বাড়িতেই স্বামী ও দুই সন্তানকে নিয়ে পার করবেন জীবনের বাকি দিনগুলো। তা আর হলো না। নিয়তির কাছে হার মেনে তাকে চলে যেতে হলো পরপারে। বুরো পরিবার তার এক নিবেদিত প্রাণ কর্মীর মৃত্যুতে গভীর মর্মাহত। আমরা তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত ও পরকালে তার শান্তি কামনা করছি। শিরিন আক্তারের পরিবারের প্রতি আমরা গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছি।

চম্পার ইচ্ছে ছিল হজ্জে যাওয়ার

চম্পা আক্তার ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন (ইন্নালিল্লাহি..... রাজিউন)। চলে গেলেন বুরো পরিবারের আরেক পুরনো কর্মী। শুধু তাই নয়, এই একই দুর্ঘটনায় চম্পার ছোট ছেলেটিও নিহত হয় মায়ের সাথে। কথায় বলে: কোল ঝাড়া সন্তান মায়ের টানে সঙ্গী হয়। চম্পা আক্তারের ঘটনাটি যেন এই কথাটিরই বাস্তব রূপায়ণ। বুরো টাংগাইল এর সূচনা লগ্ন থেকেই তার কর্মজীবনে পদার্পণ। সমাজের সব প্রতিবন্ধকতা ডিঙ্গিয়ে ও সমালোচকদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে চম্পা আক্তার বুরো বাংলাদেশে যোগ দেন একজন 'গ্রাম উন্নয়ন কর্মী' হিসেবে। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত টাঙ্গাইলের আলোকদিয়া শাখার ভারপ্রাপ্ত শাখা হিসাবরক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বুরোর প্রতি তার ছিল গভীর আন্তরিকতা। দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা তাকে আলোকিত করে তুলেছিল। একজন উন্নয়ন কর্মী হিসেবে যতগুলো গুণ থাকা প্রয়োজন তার মধ্যে ততগুলোই ছিল বিদ্যমান। খুবই ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ছিলেন চম্পা আক্তার। যেখানেই কাজ করেছেন সেখানেই প্রশংসিত হয়েছেন তার ব্যক্তিত্বের জন্য। কাজ খুব ভাল বুঝতেন চম্পা। সদস্য ভর্তি, সঞ্চয় ও ঋণ সেবা- খুবই পারদর্শী ছিলেন এই কাজগুলোতে। দুই পুত্র সন্তানের জননী ছিলেন চম্পা আক্তার। দুই সন্তানই খুব মেধাবী ছিল। বড় ছেলেটি ক্যাডেট কলেজে পড়ে। চম্পার আশা ছিল, ছেলের ক্যাডেট জীবন শেষ হলে স্বামীকে নিয়ে হজ্জ করতে যাবেন তিনি। কিন্তু তা আর হলো কই? চম্পা নেই, ছোট ছেলেটিও সঙ্গী হয়েছে মায়ের। বলার অপেক্ষা রাখে না, ভাগ্য চম্পার ক্ষেত্রে নির্মম ছিল। চম্পা আক্তারের মত একজন সুদক্ষ ও পরিশ্রমী কর্মীর মৃত্যুতে বুরো বাংলাদেশের প্রতিটি কর্মী মর্মাহত। বুরো পরিবার চম্পা আক্তার ও তার ছেলের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছে।

• সংকলন: **নিলুফুন নাহার চৌধুরী**
সহকারী কর্মকর্তা- মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা

প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মীদের নিয়ে কর্মীসভা

সম্প্রতি প্রধান কার্যালয়ের নবনির্মিত মিলনায়তনে প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মীদের নিয়ে এ বছরের প্রথম কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নির্বাহী পরিচালকসহ সকল পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। সভায় প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়, সুযোগ সুবিধা, আন্তঃবিভাগীয় সম্পর্ক, কর্মী উন্নয়ন, টীমওয়ার্ক উন্নয়ন, কার্যালয়ের নানাবিধ সমস্যাসমূহ এবং প্রতিকারের উপায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

প্রধান কার্যালয়ের কর্মীসভায় খোলামেলা পরিবেশে অনেকেই নিজেদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন এবং প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন।

মাইগ্রেশন, রেমিট্যান্স এবং উন্নয়ন বিষয়ক কর্মশালা

সম্প্রতি ইনাফি বাংলাদেশের উদ্যোগে মাইগ্রেশন, রেমিট্যান্স এবং উন্নয়ন বিষয়ক একটি কর্মশালা বুরোর প্রধান কার্যালয়ের নবনির্মিত মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় এ বিষয়ে বিশিষ্ট রিসোর্স পারসন হিসাবে অনেকের সাথে বুরো বাংলাদেশের পরিচালক, বিশেষ কর্মসূচী, মো. সিরাজুল ইসলামও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

অঞ্চলভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সভা

সারাদেশে বিশটি অঞ্চলে প্রায় একযোগে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল অঞ্চলভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সভা। সংশ্লিষ্ট টীমলীডারদের সভাপতিত্বে এ সকল সভায় মূল অংশগ্রহণকারী ছিলেন শাখা হিসাবরক্ষকবৃন্দ। শাখার অর্থ ব্যবস্থাপনা আরও সুদৃঢ়, স্বচ্ছ এবং নিখুঁত করার উদ্দেশ্যে শাখা হিসাবরক্ষকদের দায়িত্ব-কর্তব্য নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় হ্যান্ডনোট বিতরণ করা হয়।

বুরো বাংলাদেশ-এর অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

BURO Bangladesh

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৬ ● সংখ্যা-৬ ● বর্ষ-২

ওয়াটার ক্রেডিট প্রকল্পের প্রশিক্ষণ

সম্প্রতি ওয়াটার ক্রেডিট প্রকল্পের অধীনে বুরোর শাখা হিসাবরক্ষকদের জন্য কার্যকর হিসাব রক্ষণ এবং সফটঅয়ার ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এই প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করেন।

ওয়াটার ক্রেডিট প্রকল্পের অধীনে আগ্রহী সদস্যদের জন্য নিরাপদ পানি ও পয়নিষ্কাশন সম্পর্কিত দিনব্যপী প্রশিক্ষণ বুরোর বিভিন্ন শাখার অধীনে বর্তমানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রকল্পের প্রশিক্ষক এবং শাখার কর্মীগন মিলিতভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করে যাচ্ছেন। এরকম একটি প্রশিক্ষণের চিত্র।

দাতাসংস্থা ওয়াটার.ওআরজির পার্টনার সংগঠনসমূহের সভা

দাতাসংস্থা ওয়াটার.ওআরজি সম্প্রতি তার পার্টনার সংগঠনের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের নিয়ে প্রকল্পের পরবর্তী পরিকল্পনা নিয়ে নিজেদের কার্যালয়ে এক মত বিনিময় সভার আয়োজন করে। উক্ত সভায় পরিচালক- বিশেষ কর্মসূচী জনাব সিরাজুল ইসলাম, অতিরিক্ত পরিচালক- বিশেষ কর্মসূচী প্রাণেশ চন্দ্র বণিক, ওয়াটার ক্রেডিট প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক মি থুই নু মং এবং প্রকল্প প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন।

INSPIRED প্রকল্পের কর্মশালা

সম্প্রতি INSPIRED প্রকল্পের উদ্যোগে প্রাকৃতিক আঁশভিত্তিক পণ্যের সম্ভাবনা বিষয়ে একটি কর্মশালা বাংলাদেশ মহিলা সমিতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্পমন্ত্রী জনাব আমীর হোসেন আমু। কর্মশালায় আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে আরও বক্তব্য রাখেন বুরো বাংলাদেশের পরিচালক, বিশেষ কর্মসূচী, মো.সিরাজুল ইসলাম।

উপদেষ্টা: জাকির হোসেন, **সম্পাদকমণ্ডলী:** প্রাণেশ বণিক, নজরুল ইসলাম, এস এম এ রকিব, নার্গিস মোর্শেদ

বুরো বাংলাদেশ কর্তৃক বাড়ি-১২/এ, ব্লক-সিইএন(এফ), সড়ক-১০৪, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত। ফোন: ৯৮৬১২০২, ৯৮৮৪৮৩৪, ফ্যাক্স: ৯৮৫৮৪৪৭, ইমেইল: buro@burobd.org, ওয়েব: www.burobd.org